অর্থনৈতিক সংস্কার

ভারতের পক্ষে ভাল, আমেরিকার পক্ষেও

জর্জ নিল সিবলি

অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের সময় তার যুক্তিসঙ্গত লাভ -লোকসানের বিশেষণ কদাচিৎ করা হয়। এই হল আমার অভিজ্ঞতা। এটি ভারতেও যেমন সত্য, তেমনই সত্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি, দুনিয়ার সর্বত্রই এ কথা প্রযোজ্য। আমার ধারণা, এর কারণ রাজনীতি মূলত জয়-পরাজয়ের কাহিনী। সুতরাং, নির্দিষ্ট কোনও অর্থনৈতিক নীতি থেকে লাভবান হলে নিজেদের যাঁরা 'জয়ী' বলে মনে করেন তাঁরা এর সুবিধার দিকগুলি বড় করে দেখিয়ে তার মূল্যের বহর ছোট করে দেখান বা তা বেমালুম অগ্রাহ্য করেন। একই ভাবে তথাকথিত 'বঞ্চিত'রা এর মূল্যের দিকটি ফাঁপিয়ে তুলে উপকারের দিকটি অস্বীকার করেন। নীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এটি করা আরও সহজ। কেননা, যতক্ষণ না সেই নীতি বাস্তবে গৃহীত হচ্ছে ততক্ষণ তার প্রকৃত ফল কী দাঁড়াবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিন্তু কোনও নীতি - সে ভাল বা মন্দ যে কারণেই হোক - যদি আদপে গ্রহণই না করা হয়, তাহলে এর ফলে কোন সুযোগগুলি হাতছাড়া হয়ে গেল তা আমরা আদৌ জানতে পারব না ।

বস্তুত, প্রতিটি পরিবর্তনের জন্যই কোথাও না কোথাও কিছু মূল্য দিতে হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বরাবর কিছু শক্তি থাকে যারা স্থিতাবস্থা থেকে মুনাফা লোটে এবং তা টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই করে। যে সব নীতি বদলালে বৃহত্তর সমাজের সুস্পষ্ট উপকার হয় তার সামনে সবসময় মাথা তোলে বিরোধিতার প্রাচীর। বিরোধিতা করবে তারাই যারা নীতি পরিবর্তনের দরুন কিছু হারাবে। পরিতাপের বিষয়, ওই সব শক্তির, তা যতই সংখ্যালঘু হোক না কেন, পিছনে প্রায়ই থাকে রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর। ফলে সমাজের তাতে ক্ষতি হলেও পরিবর্তনের পথে আসে বিরাট বাধা। অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও নীতি প্রণয়নের ফলে হয়ত সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের সামান্য কিছু উপকার হল, কিন্তু খুবই মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীকে তার জন্য বিরাট খেসারত দিতে হল। তবু এর নিট ফল হিসাবে বৃহত্তর সমাজের সুস্পষ্ট উপকার হলেও বঞ্চিতদের প্রতিবাদ হয়ে ওঠে অনেক বেশি তীব্র। নিজেদের লোকসান ঠেকাতে তারা কোমর বাঁধবে এ কারণেই যেহেতু লাভবানদের তুলনায় ব্যক্তিগত ভাবে তাদের হারানোর ঝুঁকি বেশি। এ সব ক্ষেত্রে সুবিধার সামান্য অংশ কাজে লাগিয়ে যে কোনও প্রাজ্ঞ সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের লোকসানের পরিমাণ কিছুটা পুষিয়ে দেয় যাতে মোটের ওপর সমাজ তা সত্ত্বেও সুফল পেতে পারে।

বর্তমানে ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির ওপর দৃষ্টিপাত করলেই উলিখিত প্রসঙ্গগুলি স্পষ্টভাবে উঠে আসে। এর মধ্যে সবার উপরে রয়েছে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের প্রশ্ন। এক সময় এই প্রশ্নটিকে শোষণমূলক বিষয় হিসাবে দেখা হত এবং সম্ভবত এখনও কোনও কোনও রাজনীতিক অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। অবশ্যই তার একটা মূল্য রয়েছে। প্রথমত, মুনাফা অর্জন না করতে পারলে এবং সেই লাভের অংশ শেয়ারগ্রহীতাদের ফেরত দিতে না পারলে কোনও সংস্থাই ভারতে আসবে না। দ্বিতীয়ত, সেই সংস্থাটি দেশের বর্তমান উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দিতে পারে। তাহলেও এর সুযোগ-সুবিধার দিকটি ভুলে গেলে চলবে না। ভারতীয়দের যে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে তা রীতিমতো উলেখযোগ্য - তা তাঁরা সেই সংস্থার কর্মীই হন বা সরবরাহকারী। শুধু তাই নয়, সেই সব ব্যক্তি যখন তাঁদের অর্জিত পারিশ্রমিক খরচ

করছেন তখন দেশের অর্থনীতিতে তার উৎসাহব্যঞ্জক প্রভাব পড়ছে। ভারতীয় ক্রেতাদের সামনে এখন রয়েছে অনেক নতুন নতুন, অপেক্ষাকৃত সস্তা এবং আরও উন্নত মানের পণ্য সম্ভার থেকে পছন্দ করে নেওয়ার সুযোগ। এমনকি কর আদায়ের মাধ্যমে লাভবান হচ্ছে সরকারও। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের জন্য ভারতের দরজা এখন পর্যন্ত আংশিক খুলে দেওয়াতেও ইতিমধ্যে যে সুযোগ-সুবিধা বেড়েছে তার বহর বিরাট ভাবে ছাপিয়ে গিয়েছে এর জন্য দেওয়া মূল্যকে। ব্যাঙ্ক, বিমা এবং খুচরো ব্যবসা সহ যে সব ক্ষেত্র এখন অনুবীক্ষণের নীচে - সেগুলি আরও বেশি করে এবং আরও দ্রুত উন্মুক্ত করলে তাতেও অনুরূপ সুফল মিলবে। ত্বরান্বিত হবে ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতি।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি হল শ্রম সংস্কারের। কুড়ি বছর বয়সে আমি একটি শ্রমিক সংগঠনে প্রথম যোগদান করি। আজও আমি সেই ইউনিয়নের সদস্য। শ্রমিকরা যাতে ভদ্রস্থ বেতন পায় এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করতে শ্রমিক সংগঠনগুলি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। কিন্তু যখন সেই সুরক্ষা চাকরির গ্যারান্টি দাবি করে তখন সামগ্রিক ভাবে সমাজের লাভ-লোকসানের প্রশ্নই মুখ্য হয়ে ওঠে। যে সংস্থা কেবল নিয়োগ করতে পারে কিন্তু বরখাস্ত করতে পারে না তার পক্ষে নিতান্ত টিকে থাকার জন্যই উৎপাদন বজায় রাখা সম্ভব। স্বল্প মেয়াদি বরাতের বাড়তি যোগানের জন্য উৎপাদনের সামর্থ্য সেই সংস্থার থাকে না। কারণ, ওই বরাতের চাহিদা পূরণ করতে যে অতিরিক্ত কর্মী প্রয়োজন, পরে তাদের বিদায় করা যাবে না। এই ব্যবস্থায় কর্মরত শ্রমিকরা চাকরির নিরাপত্তা ভোগ করলেন ঠিকই। কিন্তু যে অগুনতি মানুষ কর্মহীন রয়েছেন এতে তাঁদের ক্ষতির পরিমানটা কতখানি হল? দেশের আইন যদি আরও উদার হত তাহলে সেই সব বেকাররাও কি অন্তত সাময়িক কর্মসংস্থানের সুযোগটুকু পেতেন না? আর সংস্থাটির বাড়তি মুনাফা এবং কর আদায় থেকে সরকারের বঞ্চিত হওয়ার হিসাবই বা কে রাখে? কঠিন শ্রম আইনের সুযোগের এ হল কিছু গুণাগারের নমুনা।

উদাহরণ আরও অনেক রয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েই আমি ইতি টানব। ভারতের অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে আমেরিকার এত মাথাব্যাথা কেন? একটি কারণ অবশ্যই নিজস্ব বাণিজ্যিক স্বার্থ। আমরা মনে করি, যে সমস্ত নীতি বাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য ভারতের দরজা খুলে দেবে তা মার্কিন বাণিজ্যের সামনেও নিয়ে আসবে অপার সুযোগ। দ্বিতীয়ত, আমি এ প্রসঙ্গে মানবিক স্বার্থের দিকটিও তুলে ধরব। আমরা দেখছি, এখনও কোটি কোটি ভারতবাসী রয়েছে দারিদ্র্য সীমার নীচে। আমেরিকার বিশ্বাস - অর্থনৈতিক সংস্কার, বর্ধিত মাত্রায় বাণিজ্যিক লেনদেন এবং বিনিয়োগের বহর ভারতের সামনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এমন এক চমৎকার সুযোগ এনে দিতে পারে যা দারিদ্র্য সীমা থেকে জনগনকে তুলে দিতে পারে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে। পরিশেষে আমি রাজনৈতিক আত্ম-স্বার্থের কথাও বলব। আগের তুলনায় এখন আরও বেশি করে যা প্রযোজ্য তা হল, বিশ্ব শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং তার প্রাক-শর্ত অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রী ও কৌশলগত অংশীদারিত্বের বন্ধন ক্রমশ আরও যত মজবুত ও গভীর হচ্ছে আমেরিকা তত বেশি করে ভারতের অর্থনৈতিক শক্তি সঞ্চয়ের ব্যাপারে উৎসাহিত বোধ করছে। যে কোনও দেশের মতোই আমরাও চাই আমাদের বন্ধু হয়ে উঠুক আরও শক্তিশালী এবং আমাদের শত্রু হোক দুর্বলতর।

লেখক কলকাতার বিদায়ী মার্কিন কনসাল জেনারেল।

The article was published by Anandabazar Patrika on July 6, 2005